প্রথম আলো

তারিখ ... 3 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু

৩ শিক্ষক বরখাস্ত, আগামী বছর সকালে প্রশ্ন ছাপিয়ে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নীতিমালা অমান্য করে স্মার্টফোন নিয়ে ট্রেজারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আনতে গিয়েছিলেন রাজধানীর দুটি কলেজের তিনজন শিক্ষক। বিষয়টি ধরা পড়ায় তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার শুরু হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা।

প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে আগামী বছর থেকে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রণয়ন করে তা পরীক্ষার দিন সকালে স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এই উদ্যোগের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, তিনি আশাবাদী আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষা থেকেই নতুন এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যাবে।

সকালে স্মার্টফোন নিয়ে ঢাকা ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র আনতে যাওয়ায় শান্তিনগরের হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুর রশিদ, মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মহিলা কলেজের দুই প্রভাষক নাঈমা নাসরিন ও মাহাবুবুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাঁদের এমপিও (মাসিক সরকারি বেতন) স্থগিত করে কেন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। গতকাল মন্ত্রণালয়ের আদেশে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরে ঢাকা বোর্ড পৃথক আদেশে এই তিন শিক্ষককে পরীক্ষা-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাতে ওই দুই কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিকে নির্দেশ দেয়। আরেক আদেশে মুঠোফোন ব্যবহার-সংক্রান্ত নীতিমালার কথা আবারও সংশ্লিষ্টদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রে প্রশ্ন নেওয়ার সময় কিংবা নেওয়ার পর প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ছবি তুলে তা পরীক্ষার আগেই বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সম্প্রতি কয়েকজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ জন্য স্মার্টফোন নেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩ হাজার অনুপস্থিত, ৬৬ জন বহিষ্কার

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বলেছে, পরীক্ষার প্রথম দিনে ১০ বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ১৩ হাজার ৬৯ জন। এ ছাড়া বহিষ্কৃত হয়েছে ৬৬ জন। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪২ জন কারিগরি বোর্ডের ও ২১ জন মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার্থী। বাকি তিনজন সাধারণ বোর্ডের। সারা দেশে মোট ২ হাজার ৪৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ১৫ মে।